COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

গহণা কর্মণো গতিঃ - কর্মের গতি দুর্জ্ঞয়

শ্রীমদ্ভগবদগীতা সনাতন ভারতের শাশ্বত প্রজ্ঞার অতুলনীয় সৌরভ। অমিতবুদ্ধি বেদব্যাসের অমৃতস্রাবী লেখনীতে অখণ্ড মহাভারতের অংশরূপে লিখিত হলেও গীতা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই যেমন ভারতবর্ষে, তেমনি বহির্ভারতেরও বিবেচিত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান গীতা। গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসী – ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এমন কোন স্তর নেই, যেখানে গীতার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় নি।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত অধ্যায় গীতা নামে অভিহিত। গীতা শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ভাগবদগীতা প্রভৃতি নামেও অভিহিত। গীতায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, শ্রীমান্ পার্থ শ্রোতা এবং মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অনুলেখক।

ভারতীয় জীবনে মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতার মহাপ্রভাব লক্ষ্য করে রচিত হয় অসংখ্য টীকা গ্রন্থ। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আচার্য শঙ্কর যেমন গীতার টীকা রচনা করেছেন, তেমনি মহাত্মা গান্ধীর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মতো স্বতন্ত্রতাসৈনিক, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মতো শিক্ষাবিদ্ও নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় করে গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিতও নিজ নিজ ভাবনার আলোকে গীতার উপর মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবদ্ বিগ্রহ বেদব্যাস এর লেখনীর মাধুর্য এইখানে যে, গীতা কোন এক বিশেষ লক্ষ্যে রচিত হয় নি। ফলে গীতা সম্পর্কে আজও নিত্য-নতুন ভাবনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। গীতার এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালিকতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মুখেও প্রকাশিত –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তবৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুভর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

গীতা এক পরম রহস্যময় গ্রন্থ। সমগ্র বেদের সার – সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে গীতায় প্রকাশিত। এর প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যবাহী। একাগ্রচিত্তে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গীতার অনুধ্যানে নিত্য নূতন ভাবনা প্রকাশিত হয়।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। বিশ্বভাবনার উৎসস্থল গীতা। গীতার জ্ঞান থেকে সকল প্রকার তাত্ত্বিক জ্ঞানের উদ্ভব – 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা' (ভীষ্মপর্ব ৪৩/২)। বেদশাস্ত্র ভগবান্ ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে উৎপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মার উৎপত্তি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে – পদ্মযোনিব্রহ্মা। আর গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃতা, ফলে ভারতীয় দৃষ্টিতে গীতার স্থান সর্বোচ্চ –

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মদ্বিনিঃসৃতা।। (মহা. ভীষ্ম. ৪৩/১)

তিনটি 'গ' ভারতীয় শাস্ত্রের অত্যন্ত পুণ্যজনক বলে মনে করা হয় – গীতা, গঙ্গা ও গায়ত্রী। গায়ত্রী বেদমাতা, বেদরে প্রথম ছন্দ। গায়ত্রী ছন্দেই ঋগ্বেদ প্রকাশিত। কর্মযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেন – 'গহনা কর্মণো গতিঃ' – কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। শ্রীকৃষ্ণ কর্মতত্ত্ব যথাযথ ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যেই বক্ষ্যমান বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।

বিশ্বসংসারে কর্মের অবশ্যকতা বিষয়ে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে –

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

–কর্ম না কর কেউ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কার্যত মানুষকে অবশ করিয়ে কর্ম করায়। এই কর্ম তত্ত্ব বিভক্ত। প্রাথমিকভাবে কর্ম তিন প্রকারের – কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম। এরমধ্যে শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারকে কর্ম বলা হয়। এই বিহিত কর্ম আবার চারপ্রকারের – নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম ও প্রায়শ্চিত্তকর্ম। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমসাধ্য কর্ম নিত্য কর্ম। যে কর্ম না করলে মনুষ্যজীবনে পাপের উদয় হয় তা নিত্যকর্ম। যেমন – স্নান, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। নিমিত্তবিশেষে যে কর্ম বিহিত, তা নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন উপবাস, শ্রাদ্ধ, ব্রত, তর্পণ প্রভৃতি। গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের বাক্যপালন ও নৈমিত্তিক কর্ম। ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম কাম্য কর্ম। ফলকামনার উদ্দেশ্যে যে কর্মসম্পাদিত হয়, তা কাম্যকর্ম। যেম বৃষ্টিপ্রাপ্তির জন্য কারীরী যাগ, স্বর্গকামনায় জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সোম যোগ। অপরপক্ষে পাপনাশের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আবার সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দু'প্রকারের। পাপ দূরীকরণে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। আর জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপস্খালনের জন্য সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

বিকর্ম হলো মিথ্যা, কপটতা, চৌর্য, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি পাপকর্ম। শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্ম। শাস্ত্রশিক্ষা যাঁদের নেই, তাঁরা পাপ-পুণ্যের ভেদ করতে পারেন না, নিজের বুদ্ধি বলেই পাপ-পুণ্যের বিচার করে। যেমন ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হত্যা কোন পাপ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষে নরহত্যা অন্যায়।

নিষ্কাম কর্মযোগ অধিগত করতে হলে কর্মতত্ত্ব সম্যক্ রূপে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারানুষ্ঠান যদিও কর্ম, তথাপি তার ভেদ সমূহ কর্মযোগীকে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম কখন কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তা কেবল তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই জানেন । তাঁদের উপদেশ মেনেই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম সম্পাদন করতে হবে। অনুরূপভাবে বিকর্মের স্বরূপ ও জানা প্রয়োজন। অপরের অনিষ্ট করে নিজের ইষ্ট সাধন বিকর্ম। কিন্তু পশুযাগে প্রাণীহত্যা পাপ নয়। তেমনি অকর্ম বিষয়েও সাধককে অবহিত হতে হবে। বিহিত কর্মের ত্যাগই অকর্ম। কিন্তু এই কর্মত্যাগই কখন করতে হবে, তা কর্মযোগীকে তত্ত্বদর্শীজ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা করতে হবে।

কর্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হলেও অজ্ঞেয় নয়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই এবিষয়ে উপদেশ করতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানিগণ অনেক সময়ই কর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী অধিকারী আচার্যগণই দুর্জ্ঞেয় কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ব্যক্তি –

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্মে প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।।

পরিশেষে বলা যায় যে গীতার ধর্ম মানবধর্ম। তাই আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ গীতা। এই মানবতাবাদে শাসক শোষিত সকলের কল্যাণ প্রার্থিত। সকল মনুষ্য সমাজ একই পরমাত্মা থেকে সুখ-দুঃখ্যাদি দ্বন্দ্বে আসক্তি শূন্য করে সমদর্শী যোগী কর্মযোগ আশ্রয়ে প্রবর্তিত হবেন-'মানুষে মানুষে নাইরে তফাৎ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।